بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

জামাতের দু'জন নিষ্ঠাবান সেবক মোকাররম বশির আহমদ রফিক খান সাহেব মোবাল্লেগ সিলসিলা এবং রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগের ডাক্তার নুসরত জাহান সাহেবার প্রসংশনীয় গুণাবলীর বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডার টরেন্টোস্থ বাইতুল ইসলাম মসজিদ হতে প্রদত্ত ২১শে অক্টোবর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি জামাতের দু'জন খাদেম বা সেবকের কথা বলব যাদের সম্প্রতি ইন্তেকাল হয়েছে। তাদের একজন হলেন শ্রদ্ধেয় বশীর আহমদ রফীক খান সাহেব, আর দ্বিতীয়জন ফযলে ওমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগের ডাক্তার নুসরত জাহান সাহেবা। এই পৃথিবীতে যে-ই আসে তাকে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু তারা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকেযাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মসেবারও তৌফিক দানকরেন আর মানবতার সেবা করারও সুযোগ প্রদান করেন। বশীর আহমদ রফীক খান সাহেব দীর্ঘদিন জামাতের সেবক এবং মুবাল্লিগ ছিলেন, এছাড়া বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বেও তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খুবই সুচারুভাবে তিনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০১৬ সনের ১১ই অক্টোবর প্রায় ৮৫ বছর বয়সে লন্ডনে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে ১৯৫৮ সনে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পুরোনো আহমদী পরিবারের সদস্য। তার মায়ের নাম ফাতেমা বিবি যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াস খান সাহেবের জ্যাষ্ঠ কন্যা ছিলেন। উনার পিতার নাম ছিল দানেশমন্দ খান সাহেব। ১৮৯০ এর কাছাকাছি সময়ে তার জন্ম হয়। তিনি দিব্যদর্শন এবং সত্য স্বপ্নে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বশীর রফীক খান সাহেব জন্মসূত্রে আহমদী ছিলেন। তার পিতা ১৯২১ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। একারণে গ্রামবাসীরা তাকে সামাজিকভাবে কোণঠাসা করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা তাকে রহমতে শিক্ত করুন, আরতার সন্তান-সন্ততিকে সত্যিকার অর্থে তার উত্তরাধিকারী করুন। ১৯৫৬ সনে তার বিয়ে হয় । তার তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে। ১৯৪৫ সালে খান সাহেব কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম হাইস্কুলে ভর্তি হন। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর। সে যুগে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক খুতবায় আহমদী যুবকদের জীবন উৎসর্গ করার তাহরীক করেন। অতএব জুমুআর নামায শেষ হতেই বেশ কিছু যুবক এর জন্য নিজেদের নাম পেশ করে। আর এসব সৌভাগ্যশালী যুবকদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে নির্দেশ দেন যে, অনতিবিলম্বে রাবওয়া উপস্থিত হও আর তালীমুল ইসলাম কলেজ লাহোর-এ ভর্তি হও এবং বি এ কর। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বলেন, এখন তুমি জামেয়ায় ভর্তি হয়ে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন কর। আমার ইচ্ছা হলো, তোমাকে তবলীগের ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হোক। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বেশ কয়েকবার আমাদের ক্লাসে আসেন আর বিভিন্ন জ্ঞানগত বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের রীতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকেন। তখন খলীফা সানী (রা.) বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, সকল ছাত্রের নিজস্ব পাঠাগার বানানো উচিত এবং বই ক্রয় করার অভ্যাস থাকা উচিত। আর এটি এমন একটি কথা যা জামেয়ার সমস্ত ছাত্রের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।এখন পৃথিবীতে বহু জামেয়া রয়েছে, আর অনেক ওয়াকেফে জিন্দেগী রয়েছে, তাদের সবার নিজস্ব পাঠাগার প্রস্তত করা উচিত। সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত মুরুব্বীদের মিটিংয়েও আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, মুরুব্বীদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকা উচিত। শুধু জামাতী লাইব্রেরীর ওপর নির্ভর করবেন না। তিনি বলেন, জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করার পর আমি ওকালতে তবশীর-এ উপস্থিত হই। সেই সময় মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব উকীলুত তবশীর ছিলেন। তিনি আমাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, একে ইংল্যান্ড পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ইংল্যান্ড যাওয়ার পূর্বে উকীলুত তবশীর সাহেব আমাকে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যান। হুযূর (রা.) আমাকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং দোয়ার সাথে বিদায় দেন আর কোলাকুলি করেন। ১৯৫৯ সনে তিনি যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত হন এবং সেখানে পৌঁছে যান। আর লন্ডনের ফযল মসজিদে নায়েব ইমাম হিসেবে তার কাজ আরম্ভ হয়।

তিনি বলেন, লন্ডন মসজিদের ইমাম জনাব চৌধুরী রহমত খান সাহেব তার অসুস্থতার কারণে ১৯৬৪ সনে দেশে ফিরে যান এবং রফিক সাহেবকে মসজিদ ফযলের ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সনে বশীর রফিক সাহেব ইংরেজী পত্রিকা 'মুসলিম

হ্যারল্ড' প্রকাশ করা আরম্ভ করেন আর প্রথম দিকে তা দশ পৃষ্ঠা সম্বলিত ছিল। তিনি নিজেই এর এডিটর বা সম্পাদক ছিলেন এবং বাকি কাজও নিজেই করতেন। ১৯৬২ সনে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের প্রেরণায় পাক্ষিক 'আখবারে আহমদীয়া' পত্রিকা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাও আমি ছিলাম এবং দীর্ঘদিন এর সম্পাদক হওয়ার সম্মানও আমার লাভ হয়েছে আর রীতিমত এর জন্য প্রবন্ধ লেখারও তৌফিক পাই।তিনি অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক সূচীত পত্রিকা 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'-এর সম্পাদক হওয়ার সম্মানও তিনি লাভ করেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) ১৯৬৭ সন থেকে আরম্ভ করে তার খিলাফতকালে আট বার ইউরোপ সফর করেন। এর মাঝে সাতটিতে মৌলানা বশীর রফিক সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দু'বার প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে ও সফরসাথী হিসেবে যাওয়ার সুযোগ হয় তার। ১৯৭০ সনে তিনি পাকিস্তান ফিরে আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সনে আবার লন্ডন ফিরে আসেন। আর ইমাম হিসেবে নিজের পুরোনো দায়িত্ব পুনরায় বুঝে নেন। ১৯৭৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর সাথে তার প্রাইভেট সেক্রেটারী বা ব্যক্তিগত সচীব হিসেবে আমেরিকা ও কানাডা সফরে যাওয়ার সৌভাগ্যও তার হয়েছে। ১৯৭৮ সনের মে মাসে যে আন্তর্জাতিক কাসরে সালীব সম্মেলন হয়েছে তাতে অংশগ্রহণের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এসেছিলেন আর এর ব্যবস্থাপনাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার জন্য ইংল্যান্ডের বন্ধুগণ, মসলিসে আমেলা এবং কনফারেন্স কমিটি দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করেন এবং টীমওয়ার্ক বা দলগত কাজের এক উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তার নিগরানী বা তত্ত্বাবধানেই এই কাজ সাধিত হয়েছে। ১৯৬৪ থেকে ৭০, আর এরপর ৭১ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডন মসজিদের ইমাম ছিলেন। মুসলিম হ্যারাল্ড পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৯৬১ থেকে ৭৯ পর্যন্ত, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ১৯৭০ থেকে ৭১ পর্যন্ত। এরপর ১৯৮৫ সনের নভেম্বরে তিনি তাহরীকে জাদীদের উকিলুদ দিওয়ান নিযুক্ত হন এবং ৮৭ সাল পর্যন্ত উকিলুদ দিওয়ান ছিলেন। রাবওয়ার উকিলুত তাসনীফ হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮২ থেকে ৮৫ পর্যন্ত। এডিশনাল উকীলুত তবশীর রাবওয়া হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৩ থেকে ৮৪ পর্যন্ত। এডিশনাল উকিলুত তাসনীফ, লন্ডন হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৭ থেকে ৯৭ পর্যন্ত। 'রিভিউ অব রিলিজিওন্স'-এর এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৩ থেকে ৮৫ পর্যন্ত। রিভিউ অব রিলিজিওন্স এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৮ থেকে ৯৫ পর্যন্ত। সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার মেম্বার ছিলেন ১৯৭১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত। ইফতাহ্ কমিটির মেম্বার ছিলেন১৯৭১ থেকে ৭৩ পর্যন্ত। কাযা বোর্ডের মেম্বার ছিলেন ১৯৮৪ থেকে ৮৭ পর্যন্ত। অনুরূপভাবে অনেক জাগতিক পদেও কাজ করার সুযোগ তার হয়েছে। ওয়ান সাউথ রোটারী ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি, এরপর রোটারী ক্লাবের প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত হন।১৯৬৮ সনে লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান জনাব টাব ম্যান এর দাওয়াত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আর লাইবেরিয়ার অনারারী চীফ হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হয়।

তার পুত্র লিখেন, তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং গভীর আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করতেন,এমনকি নাম লিখে দোয়া করতেন যেন কারো নাম ভুলে না যান। অজস্র ধারায় দরূদ পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন, তার পদর্যাদা উন্নীত করুন, আরতার সন্তান-সন্ততিকেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাসহ জামাতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

আমি যেমনটি বলেছি, দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে শ্রদ্ধেয়া নুসরত জাহান মালেক সাহেবার যিনি মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ১১ই অক্টোবর লন্ডনে ইহধাম ত্যাগ করেন। **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।** ১৯৫১ সনের ১৫ই অক্টোবর করাচীতে তার জন্ম হয়। ডক্টর নুসরত জাহান সাহেবার পিতা শ্রদ্ধেয় মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবও জামাতের প্রবীন সেবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত খান জুলফিকার আলী খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার পৈত্রিক এলাকা ছিল বাজনুর জেলার নজীবাবাদ গ্রাম, যা উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। তিনি অর্থাৎ ডক্টর নুসরত জাহান সাহেবার দাদা ১৯০০ সনে পত্রযোগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বয়আত করেন। পরবর্তীতে ১৯০৩ সনে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। হযরত খান জুলফিকার আলী খান সাহেব গওহর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা ওবাসনা অনুসারে নিজ পুত্র মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবকে ধর্মের খাতিরে শৈশবেই ওয়াকফ করেছিলেন। যদিও তার জন্ম পরে অর্থাৎ ১৯১১ সনে হয়েছে।

ডক্টর নুসরত জাহান সাহেবা প্রথমে পাকিস্তানে এম বি বি এস করেন আর যুক্তরাজ্যে এসে স্পেশালাইজ করেন। তিনি যে কোন স্থানে গিয়ে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু ধর্ম এবং মানবতার সেবার জন্য ছোট এক শহর রাবওয়ায় এসে তিনি বসতি স্থাপন করেন আর সেই সময় হাসপাতালেরও প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি সেই প্রয়োজন বা চাহিদা পূর্ণ করেন। আর এরপর সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে এমন সেবা করেছেন যা ছিল পরম উন্নত মার্গের। তিনি ১৯৮৫ সনে ফযলে উমর

হাসপাতালে নিজের সেবাকর্ম আরম্ভ করেন,আর ১৯৮৫ সনের ২০শে এপ্রিল থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত সেবার দায়িত্ব পালন করছিলেন। নিজের চিকিৎসার জন্য ছুটি নিয়ে গত ৫ই এপ্রিল লন্ডনে এসেছিলেন। চিকিৎসা চলছিল আর আল্লাহ্‌র ফযলে তা সফলও হয়। কিন্তু জলসার পর পুনরায়তার বুকে ইনফেকশান হয় আর তা থেকেও মনে হচ্ছিল যেন তিনি কিছুটা সুস্থতার দিকে। কিন্তু পুনরায় হঠাৎ রোগের হামলা হয় এবং তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

তার জামাতা মকবুল মুবাশ্বের সাহেব বলেন, খোদার ওপর উনার সুগভীর আত্মবিশ্বাস ছিল। ইবাদতের প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। কুরআনের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং খিলাফতের সাথেগভীর সম্পৃক্ততা ছিল। স্বতস্ফূর্ত ও একনিষ্ঠভা বে খিলাফতের আনুগত্য, মানব সেবা, রোগীদের আরোগ্য এবং তাদের আরামই তার কাছে অগ্রগণ্য ছিল। আর এই কথাগুলো যা তিনি বর্ণনা করছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবেও এর স্বাক্ষী যে, তিনি এটি অতিরঞ্জন করছেন না বরং সত্যিকার অর্থেই এসব বৈশিষ্ট্য তার মাঝে ছিল। প্রত্যেক অপারেশন এবং চিকিৎসার পূর্বে দোয়া করতেন। প্রতিদিন সদকা দিতেন। রাবওয়ায় বসবাসকারী বুযুর্গদেরকেনিজের রোগীদের আরোগ্যের জন্য দোয়ার অনু রোধ করতেন। অনেক দরিদ্র রোগীদের নিজ খরচে বা বন্ধু বান্ধবদের খরচে চিকিৎসা করাতেন। জামাতের টাকা পয়সা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, সর্বদা চেষ্টা করতেন যেন অল্প খরচে কাজ হয় আর জামাতের এক পয়সাও যেন নষ্ট না হয়।

ফযলে উমর হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার নুসরাত মাজুকাসাহেবা বলেন, ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার সাথে আমার প্রায় ১৮ বছরের সংগ ছিল। হাউজ যব শেষ করেই ফযলে উমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগের অংশ হয়ে যাই। আমার সমস্ত পেশাদারী প্রশিক্ষণ ডাক্তার সাহেবাই দিয়েছেন, তিনি একজন যোগ্য শিক্ষিকা ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কাছে পথের দিশা পেতাম, সুদৃঢ় এবং সম্পূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। তিনি অনুগত এবং সহানুভূতিশীল কন্যাও ছিলেন আর একজন স্নেহময়ী মাও ছিলেন। একজন সুশৃঙখল শিক্ষিকাও ছিলেন এবং সহমর্মী বোন ও বান্ধবী ছিলেন। তিনি বলেন, তার সারা জীবন ত্যাগে পরিপূর্ণ, জামাতের সেবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে উপেক্ষা করেছেন।

রাবওয়ার তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এর ইনচার্জ ডাক্তার নূরী সাহেব বলেন, গত ৯ বছরের অধিক কাল থেকে শ্রদ্ধেয়া নুসরাত জাহান সাহেবার সাথে ফযলে উমর হাসপাতালের জুবায়দা বানি উইং এবং তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট এ কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মাঝে এমন কিছু গুণাবলী ছিল যা আজকাল অনেক কম ডাক্তারদের মাঝে দেখা যায়। অত্যন্ত নেক, দোয়া পরায়ণ, উন্নত চরিত্রের অধিকারি, খোদা ভীতি পোষণকারী, নিজের রোগীদের জন্য দোয়া পরায়ণ, সূক্ষ্মতার সাথে পর্দা করতে অভ্যস্ত, কুরআনের ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারি, মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণকারী মহিলা ছিলেন। তিনি আরো বলেন, নিজ বিভাগে গভীর দক্ষতা রাখতেন, অত্যাধুনিক পযুক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নিজের জ্ঞানকে যুগের দাবি অনুসারে বৃদ্ধি করে কাজ করতেন। কখনও নিজের কাজ করার সময় সময়ের দিকে তাকাননি। আর অর্জিত সুযোগ সুবিধা গুলোর অবৈধ ব্যবহার করেননি। গুরুতর অসুস্থ্য অবস্থায় থাকা রোগীদের জন্য নিজের ছুটি বাদ দিয়ে দৈনিক বার ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতেন।

তার কাছে অনেক অ-আহমদী রোগীও আসত। একবার তিনি নিজেই শুনিয়েছেন যে, চিনিওটের অ-আহমদী এক মৌলভী সাহেব আসে, তার স্ত্রীর সন্তান হচ্ছিল না। ডাক্তার সাহেবার চিকিৎসায় আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন এবং তার স্ত্রী অন্তঃসত্তা হয়। তিনি বলেন, এখন তো মৌলভী সাহেব ৯ মাস আমার নিয়ন্ত্রণে আছেন। আর তাকে তিনি এই ৯ মাস অনেক তবলীগ করেন এবং কোন প্রকার ভয়-ভীতি তখন তার ছিল না।

আমাদের জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ার প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব তার সচেতনতা এবং পর্দা সম্পর্কে লিখেছেন যে, ডাক্তার সাহেবাকে সর্বদা পর্দা পরিহিতা এবং পর্দার সর্বোত্তম রূপ নিয়ে সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের মত দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা যেত। যেসব মহিলা পর্দাকে বাঁধা মনে করেন তাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তার একজন ষ্টাফ নার্স জামিলা সাহেবা লিখেন, ডাক্তার সাহেবার ইন্তেকালে আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। ডাক্তার সাহেবা খুবই ভালো এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী একজন ডাক্তার ছিলেন। আমাদের সবার প্রতি গভীর যত্নবান ছিলেন। আমাদেরকে সন্তানের মত ভালোবাসতেন এবং খুব যত্ন নিতেন। যে সমস্ত দরিদ্র বা গরীব রোগী আসত তাদের এন্ট্রি ফি-ও ফেরত দিয়ে দিতেন আর ঔষধও নিজের কাছ থেকেই প্রদান করতেন।

তার একজন মহিলা রোগী লিখেন, একবার আমার চিকিৎসা করছিলেন, আর একজনওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রী হিসেবে আমার প্রতিঅনেক মনোযোগ রাখতেন।একবার আমার আল্ট্রাসোনোগ্রাফ করানোর প্রয়োজন ছিল, তিনি তার সহকারীকে বলেন, তার আল্ট্রসোনোগ্রাফ করে দাও, তখন অনেক ভিড় ছিল আর সেখানে একটি মাত্র চেয়ার ছিল যাতে একজন দরিদ্র মহিলা বসেছিলেন। যেহেতু ডাক্তার সাহেবা এ রোগীকে পাঠিয়েছেন তাই তার সহকারী সেই মহিলাকে উঠিয়ে তাকে চেয়ারে

বসাতে চেয়েছেন। তখন হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ আসে যে, না, তুমি ঐ চেয়ারে নয় বরং এটিতে বস। আমরা দেখতে পাই যে, ডাক্তার সাহেবা নিজেই একটি চেয়ার নিয়ে আসছিলেন যেন দ্বিতীয় দরিদ্র মহিলা রোগী এটি মনে না করেন যে, আমাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা সব রোগীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কিন্তু অপর দিকে তার অবস্থাও দেখেন যার কারণে বসার জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য নিজেই চেয়ার নিয়ে আসেন এবং নিজের মহিলা রোগীকে সেখানে বসিয়ে দেন।

তার কন্যা নুদরাত আয়েশা সাহেবা বর্ণনা করেন, আমার মা একজন আদর্শ মা। তিনি খুবই স্নেহশীল একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য অনেক দোয়া করতেন। যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত তাৎক্ষণিকভাবে মাকে ফোন করতাম আর ফোন করে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পরবর্তীতে সেই কাজ সহজও হয়ে যেত। এরপর তিনি আমাকে বলতেন যে, তুমি কৃজ্ঞতার সিজদা কর। সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার লালন-পালন এবং তরবিয়তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং সৎ সাহসী ছিলেন যে, পিতা-মাতা উভয় হয়েই তিনি আমাকে লালনপালন করেছেন। কখনো তিনি যদি মনে করতেন যে, সঠিকভাবে কন্যার যত্ন নিতে পারেননি তাহলে বলতেন, ব্যস্ততার কারণে মেয়েকে আমি ততটা সময় দিতে পারি না কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আরো বলতেন যে, মানবতার সেবায় যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তার গুরুত্ব অনেক বেশি, আল্লাহ্ তা'লা আমার সন্তানের কাজ নিজেই সহজ করবেন। সব সময় আমাকে বলতেন, তোমাদের নানাজান তার সন্তানদের দু'টো নসীহত করেছেন, একটি হলো আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করা এবং দ্বিতীয়টি হলো, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা। আর সেই নসীহতই আমি তোমাকে করছি যে, সব সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো আর নিজেকে এবং সন্তানসন্ততিদেরও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রেখো।

তিনি বলেন, একবার আমার মেয়ে আলিয়া ১৫ দিনের জন্য রাবওয়া এসেছিল, তাকেও তার বিভাগের কাজে শামিল করেন যে, তুমি টাইপিং-এ সাহায্য কর, তোমার টাইপিং-এর গতি ভালো আর জামাতের সেবা করা একটি পরম সৌভাগ্য, তাই তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হও। নিজের কাজের প্রতি এমন একাগ্রতা ছিল যে, তার রোগের শেষ দিনগুলোতেও হাসপাতালের নাম শুনলে তার চেহারায় মুচকি হাসি চলে আসত। আর তন্দ্রার অবস্থাতেও হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার এবং বিভিন্ন মেশিন বানানোর কোম্পানির নাম নিতেন যা শুনে ইংরেজ নার্সরাও আশ্চর্য হত আর আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে, ইনি কী বলছেন? আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় তার গভীর তাওয়াক্কুল ছিল। রোগের ভয়াবহতার সময় কয়েকদিন তার জন্য কথা বলাও সম্ভব হয় নি। যখন স্পিকিং ভালব লাগান হয় তখন প্রথম যে বাক্য তার মুখ থেকে বের হয় তা হলো, হে আমার মেয়ে! আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। আর আমার কান্না পেলে চোখের ইশারায় আল্লাহ্‌র দিকে ইঙ্গীত করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার একমাত্র কন্যাকেও ধৈর্য্য ও মনোবল দান করুন, আর তার মা তাকে যে সমস্ত নসীহত করেছেন এবং তার কাছে যে সমস্ত প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাকে সেই প্রত্যাশা পুরণের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা এই মেয়েকেও আর তার সন্তানদেরও নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন, মরহুমার পদমর্যাদাও উত্তরোত্তর উন্নীত করুন। আল্লাহ্ তা'লা ফযলে ওমর হাসপাতালকে এমন খিদমতকারী এবং বিশ্বস্ততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালনকারী,আনুগত্যের সাথে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং খিলাফতের আনুগত্যকারী অরো ডাক্তার দান করতে থাকুন। আর বর্তমানে যারা এই কাজে রয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উত্তরোত্তর নিজেদের কাজে উন্নতি দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 21st Oct, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B